দৈনিক
ইত্তেফাক

14 MAR 2017

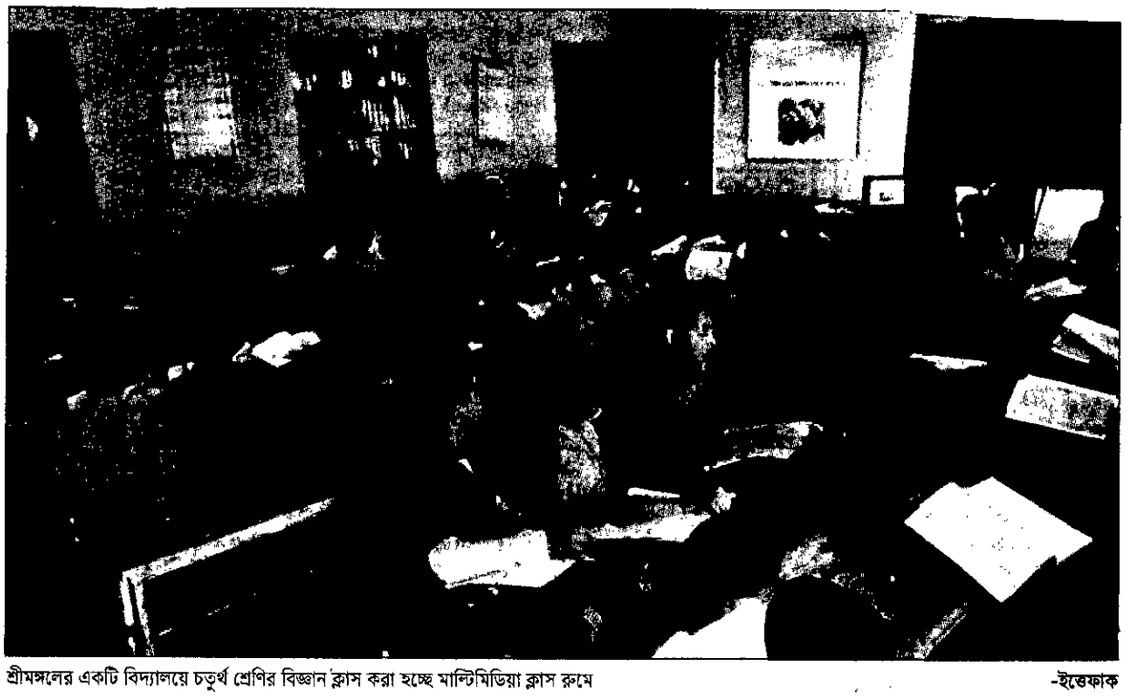

শ্রীমঙ্গলের একটি বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণির বিজ্ঞান ক্লাস করা হচ্ছে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুমে -ইত্তেফাক

যে শিশুদের সময় কাটতো বনেবাঁদাড়ে আজ তারাই বিদ্যাপিঠে

শ্রীমঙ্গলে ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো

■ অনুজকান্তি দাশ, শ্রীমঙ্গল (মৌলভীবাজার) সংবাদদাতা

শ্রীমঙ্গল উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষায় বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। মাত্র কয়েক বছর আগেও যে ছেলেমেয়েরা স্কুলের পরিবর্তে সময় কাটাতো বনে-বাদাড়ে, মাঠে-ঘাটে, গো-চারণে কিংবা হাওরে খাল-বিলে মাছ ধরতে- আজ তারাই বিদ্যাপিঠে।

তিনদিকে পাহাড় আর একদিকে হাওর বেষ্টিত শ্রীমঙ্গল উপজেলার শিক্ষার হার ছিল অনেক নিচে। স্কুলগামী ছাত্রের চেয়ে ঝরে পড়ার হারই ছিল বেশি। এর প্রধান কারণ ছিল শ্রীমঙ্গলের ভু-খণ্ডের ৫৫ ভাগই চা বাগান অধ্যুষিত, অন্যদিকে হাওর পাড়ে বিশাল এক জনগোষ্ঠী বরাবরই ছিল অবহেলিত। তাদের প্রধান অন্তরায় ছিল বিদ্যালয় সংকট, অনুন্নত রাস্তাঘাট, দারিদ্র্যতা, অশিক্ষা আর অবহেলা। সংগত কারণেই প্রত্যন্ত এলাকার একজন চা শ্রমিকের স্বপ্নের মধ্যেও ছিল না তার ছেলে-মেয়ে স্কুলে পড়বে, শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে দেশ সেবায় নিয়োজিত হবে। আর হাওর পাড়ের অধিকাংশ জেলের ধারণা ছিল তাদের ছেলেরাও মাছ ধরার পেশা বেছে নেবে। ফলে এই উভয় গোষ্ঠীর ছেলেমেয়েরা শৈশব থেকেই বিদ্যালয়ের পরিবর্তে শিক্ষা নিতো চা বাগানের কাজ ও মাছ ধরার কাজের। এই অবস্থায় এ এলাকায় শিক্ষার হার বাড়াকে অসম্ভব বলেই ধরে নিয়েছিল এখানকার মানুষ। কিন্তু শত প্রতিকূলতা পেরিয়ে শ্রীমঙ্গলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের এই আপাততঃ অসম্ভব কাজটিকে সম্ভব করতে সক্ষম হয়েছে বর্তমান সরকার। মাত্র ৫/৬ বছর আগে এ উপজেলায় যেখানে স্কুলগামী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ, সেখানে এখন তা বেড়ে প্রায় শতভাগে দাঁড়িয়েছে।

অনুসন্ধানে দেখা যায়, ২০১০ সালে শ্রীমঙ্গলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৬৬টি। আর ২০১৩ সালে এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৩৮টি। কিছু বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের পাশাপাশি উপজেলার প্রতিটি গ্রামে ও চা বাগানে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও জাতীয়করণ করা হয়েছে। সেই সাথে এখানকার সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকের সংখ্যা সাড়ে ৩শ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৭০৪ জনে উন্নীত হয়েছে।

উপজেলা শিক্ষা অফিস ও প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির এক জরিপে উঠে আসা তথ্য অনুসারে, ২০১০ সালে শ্রীমঙ্গলে ঝরে পড়া শিশুর সংখ্যা ছিল ৮ হাজার ১৩ জন, যা প্রতিবছরই বৃদ্ধি পেত। ২০১০ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩০ হাজারের নিচে। বর্তমানে এ উপজেলায় বিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৫ হাজারেরও উপরে।

বর্তমান সরকারের শিক্ষা নীতি এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের কারণেই শ্রীমঙ্গল উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষায় আমুল পরিবর্তন ঘটেছে বলে উল্লেখ করেছেন উপজেলার শিক্ষা অফিসার মো: মোশারফ হোসেন। তিনি আরো

মাত্র ৫/৬ বছর আগে এ উপজেলায় যেখানে স্কুলগামী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ, সেখানে এখন তা বেড়ে প্রায় শতভাগে দাঁড়িয়েছে

বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে একসাথে এত বিদ্যালয় কোনো সরকার জাতীয়করণ করতে পারেনি। শুধু তাই নয়, জাতীয়করণকৃত ও রেজিষ্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতভাগ ছাত্র ছাত্রীকে দেওয়া হচ্ছে উপবৃত্তি। বছরের প্রথম দিনেই তাদের হাতে দেয়া হয় নতুন বই। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আলাদা কক্ষ, আলাদা শিক্ষক, শিশুতোষ শিক্ষা উপকরণ দেয়া হয় প্রতিবছর। প্রতিটি বিদ্যালয়কে দৃষ্টিনন্দন করে রাখার জন্য প্রত্যেক বছরই ৪০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয় যার মাধ্যমে বিদ্যালয় রঙ করা, ফুল বাগান সৃষ্টি, শহীদ মিনার তৈরি ও পরিচর্যা করা হয়। প্রতি ৩ বছরে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে মেরামতের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয় ৫০ হাজার থেকে দেড় লাখ টাকা। প্রত্যেক বিদ্যালয়েই সরকার নিয়োগ দিয়েছেন একজন নৈশ প্রহরী। শিক্ষা অফিসে দেওয়া হয়েছে কয়েকটি মোটর সাইকেল।

সম্প্রতি শ্রীমঙ্গল উপজেলার বেশ কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, স্কুলগুলোতে লেগেছে বাহারী রং এর ছোঁয়া। পুরো বিদ্যালয়ে ভেতর বাইরে দেয়ালে বিভিন্ন রঙ করা হয়েছে। এর উপর আঁকা হয়েছে আল্পনা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ জ্ঞানী ব্যক্তিদের বাণী। স্কুলের সামনে রয়েছে মনোরম ফুলের বাগান ও একটি শহীদ মিনার।

এ সময় বেশ কয়েকজন অভিভাবক এ প্রতিবেদককে জানান, তাদের ছেলে-মেয়ে বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব থাকে। অভিভাবকের আগেই ছেলে-মেয়েরা স্কুলে আসার জন্য তৈরি হয়ে যায়। এর কারণ হিসেবে তারা জানান, বিদ্যালয়ে রয়েছে তাদের নানান খেলার সামগ্রী। খেলার ছলে তাদের শেখানো হয় লেখাপড়া। শেখানো হয় গান। তারা বলেন, স্কুলগুলোর চেহারা নান্দনিক হয়ে উঠেছে। এখন বিদ্যালয়গুলোর দিকে তাকালেই অন্যরকম এক ভালোবাসার জন্ম হয়।

শ্রীমঙ্গল সিংহবীজ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও ভূমিদাতা নুরুল ইসলাম খান বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যেভাবে শিক্ষাঙ্গনকে আলোর দিকে নিয়ে এসেছেন তা অতীতের সকল ইতিহাসকে হার মানিয়েছে। শ্রীমঙ্গল উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. মোবাশশেরুল ইসলাম জানান, ২০১৬ সালে শ্রীমঙ্গলে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় পাসের হার ছিলো ৯৯.২৯%।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সাবেক চিফ হুইপ শ্রীমঙ্গল-কমলগঞ্জ এলাকার সংসদ সদস্য উপাধ্যক্ষ মো. আব্দুস শহীদ এমপি জানান, তিনি এলাকার অন্যান্য উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষা ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি প্রত্যেকটি চা বাগানে একটি করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সংসদে প্রস্তাব উথাপন করেছেন। ৩৬টি নতুন বিদ্যালয় স্থাপনে ভূমি জটিলতা নিরসনে কাজ করেছেন। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে দিয়েছেন খেলার সামগ্রী। বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণে সরকারি সহায়তার ব্যবস্থা করেছেন। তার মতে, প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে এই উন্নতি একটা সময়ে শ্রীমঙ্গল উপজেলার উন্নয়নের হাতিয়ার হবে।